আমরা জনগণের পক্ষে
বাংলাদেশ প্রতিদিন

তারিখঃ ২৯-০৪-২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ১২, ০২)

মাঠের ফসল নিয়ে মহাদুশ্চিন্তা

তীব্র গরম

- হিটশকের ঝুঁকিতে বোরো ধান
- ৩৫ ডিগ্রির বেশি তাপপাত্রা ধানের জন্য অসহনীয়
- ঝরে পড়ছে আম ও লিচু গুটি
- নষ্ট হচ্ছে সবজিসহ অন্যান্য ফসল

ওয়াজেদ হীরা

দেশজুড়ে বয়ে যাচ্ছে মৃদু থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ। তীব্র তাপে হিটশকের ঝুঁকিতে পড়েছে বোরো ধান আর দুশ্চিন্তা বেড়েছে কৃষকদের। প্রচণ্ড দাবদাহে গাছ থেকে ঝরে পড়ছে আম ও লিচুর গুটি। প্রচণ্ড গরমে ধানসহ অন্যান্য ফল-ফসলে বড় ক্ষতির আশঙ্কা করছেন কৃষি সংশ্লিষ্টরা।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের (ডিএই) তথ্য অনুসারে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সারা দেশে বোরো ধানের আবাদ হয়েছে ৫০ লাখ ৫৮ হাজার হেক্টর জমিতে। যেখানে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ২ কোটি ২২ লাখ ৫৬৪ টন। তবে অতি তাপে উৎপাদন নিয়ে শঙ্কা রয়েছে এবার। কেননা, ২০২১ সালে কয়েক ঘণ্টার হিটশকে ৩ লাখ কৃষকের ২১ হাজার হেক্টর জমির ধান নষ্ট হয়েছিল। কৃষি সংশ্লিষ্টদের মতে, ধানের জন্য ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচার ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন অঞ্চলে তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রিও ছাড়িয়ে গেছে; যা ধানের জন্য সহনীয় মাত্রার বেশি। এখন যদি দু-তিন ঘণ্টা ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার বেগে গরম বাতাস বয়ে যায় তবে হিটশক হবে। ফলে ধান নষ্ট হয়ে চিটা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও কৃষি মন্ত্রণালয় ও অধিদফতর থেকে নানা পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, আমরা কৃষকদের সার্বিক পরামর্শ দিতে কৃষকদের পাশে থাকতে সব কর্মকর্তাকে নির্দেশনা দিয়েছি। যেহেতু গরম বেশি, তাপমাত্রা বেশি, এতে দুশ্চিন্তা থাকলেও আমরা আশা করছি কৃষিতে সমস্যা হবে না।

কৃষি বিভাগ জানিয়েছে, বোরো ধানের ফুল ফোটার সময় (ফ্লাওয়ারিং স্টেজ) তাপমাত্রা ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে উঠলে ধানের জন্য ক্ষতি হয়। বর্তমানে উত্তর ও মধ্যাঞ্চলে বোরো ধানের ফ্লাওয়ারিং স্টেজ চলছে। যে কারণে হিটশকের বড় ঝুঁকি দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) মহাপরিচালক মো. শাজাহান কবীর বলেন, হিটশক নিয়ে মধ্যাঞ্চল আর উত্তরাঞ্চল নিয়ে দুশ্চিন্তা আছে। এখানে দুধ পর্যায়ে আছে অর্থাৎ এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

মাঠের ফসল নিয়ে

[পেছনের পৃষ্ঠার পর] ফ্লাওয়ারিং পর্যায়ে ক্ষতি হয় বেশি। তবে ফ্লাওয়ারিং টাইম এগিয়ে এসেছে এটা ভালো বিষয়। ধানের ফুল ফোটা শুরু হয় সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১১টার মধ্যে যা বর্তমান তাপমাত্রা এবং আকাশ পরিস্কার হওয়ার কারণে এগিয়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৮টার হচ্ছে। এতে ফুল ফোটার টাইমে তামপাত্রা বেশি হচ্ছে না, যা ধানের জন্য ভালো। ফুল ফোটার পর্যায়ে ৩৫ ডিগ্রি না হওয়াতে ধান শুকিয়ে যাচ্ছে না। তবে ভয় পাচ্ছি যদি এমন তামপাত্রায় হঠাৎ কোনো শিলা বৃষ্টি, টর্নেডো বা প্রচণ্ড ঝড় হলে ধানের ক্ষতি হবে। অতি তাপমাত্রার কারণে আবহাওয়া অধিদফতরের কয়েক দফায় 'হিট অ্যালার্ট' জারি করেছে।

ব্রি ও ডিএই একাধিক কর্মকর্তারা বলছেন, যখন তাপপ্রবাহ হয় এবং বৃষ্টি না থাকে, তখন ধানের জন্য 'হিট শক' হয়। বৃষ্টিহীন তাপপ্রবাহের সময় ধানের ফুল এলে তা শুকিয়ে যায়, চিটা হয়। হিটশক এড়াতে ব্রি'র আগাম সতর্কবার্তায় বলা হয়েছে, কাইচ থোর থেকে শক্ত দানা অবস্থায় জমিতে পর্যাপ্ত পানি ধরে রাখতে হবে। কোনোভাবেই যেন পানির ঘাটতি না হয়।

এদিকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অন্যান্য ফল ও ফসল নিয়ে দুশ্চিন্তায় আছেন চাষিরা। আম, লিচুর মতো রসালো ফলের পাশাপাশি মরিচ, কচু, ভুট্টা, কলা, করলা, পাট ও বিভিন্ন সবজির ফলন নিয়ে নানা শঙ্কায় আছেন। আম উৎপাদনের জেলায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অধিকাংশ আমচাষি পর্যাপ্ত অর্থের কারণে গাছে সেচ দিতে পারছেন না। বৃষ্টির অপেক্ষায় আছেন। অনেকে সেচ দিলেও আমের গুটি পড়ে যাওয়ায় চিন্তায় আছেন। রোদের তীব্রতায় ঝরে পড়ছে আমের গুটি। পাশাপাশি লিচু শুকিয়ে ঝরে পড়ছে। অতিরিক্ত খরায় পাট-মরিচসহ মাঠের ফসল নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাষিরা। ভু-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়ায় সেচ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন অনেকে। একাধিক চাষি জানান, এই সময়ে মাঠে পানি প্রয়োজন। টানা রোদে ফসলের মাঠ ফেটে গেছে অনেক স্থানেই। পানি দিলে মুহূর্তেই শুকিয়ে যাচ্ছে। এতে সেচ দিয়েও অনেক জমির ফসল ভালো রাখা যাচ্ছে না, সেচের খরচ পড়ে যাচ্ছে বেশি। ফলন নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে একাধিক কৃষি কর্মকর্তা বলেছেন, এবারের অতিরিক্ত গরমের কারণে আম ও লিচুর ফলন কম হবে। অন্যান্য সবজিতেও এর প্রভাব পড়বে। অনেক স্থানে মাঠেই ফসল নষ্ট হয়ে গেছে। সাধারণ কৃষক এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। কদিন পর সবজি বা ফসল নষ্ট হওয়ার প্রভাব বাজারে পড়বে বলেও জানান।

উত্তরাঞ্চলে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, দাবদাহ ও খরতাপে কৃষকের ফসল পুড়ে নষ্ট হচ্ছে। ক'দিন পরেই চরাঞ্চলের কৃষকদের ঘরে উঠত বাদাম। প্রখর রোদে খেতেই শুকিয়ে যাচ্ছে। সেচ দিয়েও কাজে আসছে না। লালমনিরহাটের কৃষক ওয়াহাব উদ্দিন জানান, ভুট্টা নিয়ে কষ্টে আছি। মুচি পরিপক্ব হওয়ার সময় থেকে প্রচণ্ড তাপ। পানি দিতে পারছি না যতটুকু দরকার। ভুট্টার গাছসহ মুচি মরে যাচ্ছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের মহাপরিচালক বাদল চন্দ্র বিশ্বাস বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, আমরা নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছি। আমাদের কর্মকর্তারা বিভিন্ন বাগান নিয়মিত দেখছেন। আম লিচু গাছের গোরায় পানি দিতে বলছি, গাছের পাতায় পানি দিতে বলেছি। এতে ঝরে পড়ার প্রবণতা কমবে। যারা বাণিজ্যিক চাষ করেছে তারা উদ্যোগ নিচ্ছে তবে অনেক স্থানে সেচ দিলেও ঝরে যাচ্ছে। তামপাত্রার ক্ষতি নিয়ে ডিএই মহাপরিচালক আরও বলেন, আমাদের সবজিতেও একটা প্রভাব পড়বে কেননা সবজি সবগুলোই তো পানির ফসল। ধানেও আমরা পরামর্শ দিচ্ছি, সেচ দিতে বলেছি, এতে খরচও একটু বাড়বে। তাপমাত্রার ক্ষতির ফলাফলটা পেতে একটু সময় লাগবে। মরিচ-পাট এসব ফসলের বৃদ্ধিটা পানির কারণে কম হচ্ছে তবে দ্রুত আবহাওয়ার পরিবর্তন হলে অন্যান্য ফসলগুলো ক্ষতি একটু কম হবে।

কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ২৯-০৪-২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ১২)

লবণাক্ত জমিতে ধান চাষ ভালো ফলনে খুশি কৃষক

কয়রা

কয়রায় লবণাক্ত জমিতে চিংড়ির পরিবর্তে ধান চাষে বাম্পার ফলন। ছবি : কালের কণ্ঠ

কয়রা (খুলনা) প্রতিনিধি ▷

উপকূলীয় অঞ্চল খুলনার কয়রা উপজেলায় তীব্র লবণাক্ত জমিতে এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলনে কৃষকের মুখে হাসি ফিরেছে। এ উপজেলায় তীব্র লবণাক্ত জমিতে বাগদা চিংড়ির চাষ হয়ে এলেও এই মাছে রোগবালাইসহ ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে কৃষকরা বোরো ধান চাষে এগিয়ে এসেছেন। উপকূলীয় ও লবণাক্ত জমিতে লবণসহিষ্ণু জাতের বোরো আবাদে এবার রেকর্ড ফলন হয়েছে।

গতকাল রবিবার উপজেলার কয়রা সদর, বাগালী, আমাদী ও মহারাজপুর ইউনিয়নের কয়েকটি মাঠে গিয়ে দেখা যায়, কৃষকরা উৎসাহ নিয়ে ধান কাটার উৎসবে মেতেছেন। অনেকে তীব্র দাবদাহ উপেক্ষা করে ধান ঘরে তুলছেন। কৃষকের আঙিনায় ধান মাড়াইও চলছে পুরো কয়রা উপকূলীয় অঞ্চলে। ভালো ফলন পাওয়ায় কৃষকের মুখে হাসির ঝিলিক। কৃষি অফিস বলছে, কয়রা অঞ্চলে বোরো ধান আবাদের যে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল, তা ছাড়িয়ে গেছে। এবার ফলনও বেশ ভালোই হয়েছে।

কয়রা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস জানিয়েছে, উপজেলায় মোট ফসলি জমি ১৭ হাজার ২৭৪ হেক্টর। গত বছর বোরো আবাদ হয়েছিল চার হাজার ৯২৫ হেক্টরে। এবারও বোরো ধান আবাদের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল চার হাজার ৯২৫ হেক্টর জমিতে। তবে তা ছাড়িয়ে অন্য ফসলের পাশাপাশি বোরো আবাদ হয়েছে পাঁচ হাজার ৭২৫ হেক্টরে, যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৩০০ হেক্টর বেশি। বোরোর বাম্পার ফলন হওয়ায় কৃষকরা উৎসাহ নিয়ে নতুন ধান ঘরে তুলতে নেমেছেন মাঠে মাঠে।

উপজেলার কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, এবার বোরো মৌসুমে আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় ধানের ফলন আশা করা যাচ্ছে ভালোই হবে। তবে ঈদের আগে দাবদাহের কারণে জমিতে বেশি পরিমাণ সেচ দিতে হয়েছে। এতে খরচ কিছুটা বেশি হয়েছে। ডিপটিউবওয়েলগুলোতে পানি কম ওঠায় কৃষকদের দিনরাত জেগে পানি দিতে হয়েছে।

এ ছাড়া ধানের ভালো দাম নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করছেন কৃষকরা। কৃষকরা জানান, সব ধরনের সারের দাম বস্তাপ্রতি ২৫০ টাকা বেড়ে যাওয়ায় ধানের আবাদের খরচ বেড়ে গেছে এবার। তবে ধানের দাম ভালো পেলে কৃষকরা লাভবান হবেন।

মহারাজপুর গ্রামের কৃষক কবির হোসেন (৪৫) জানান, তিনিও ৯০ শতাংশ জমিতে বোরো ধান চাষ করেছেন। এতে চাষাবাদ, সেচ, সার, ওষুধসহ মোট খরচ হয়েছে ৩৪ হাজার টাকা। তিনি এ জমিতে ধান পেয়েছেন ১৩৫ মণ, যার বাজারমূল্য প্রায় এক লাখ ৩৫ হাজার টাকা। তাঁর লাভ হয়েছে লক্ষাধিক টাকা।

কয়রা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, কয়রা হচ্ছে তীব্র লবণাক্ত জলাভূমি এলাকা। এ এলাকার কৃষকরা ধান চাষের চেয়ে চিংড়ি চাষে বেশি আগ্রহী ছিলেন। কয়েক বছর ধরে বাগদা চিংড়িতে রোগবালাইসহ ঘন ঘন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন কৃষকরা। তাই নোনা পানি উত্তোলন বন্ধ করে বাগদার পরিবর্তে কৃষি বিভাগ কৃষকদের লবণসহিষ্ণু জাতের ধান চাষে আগ্রহী করতে বীজ, সার ও কৃষি উপকরণ দিয়ে সহায়তার কাজ শুরু করে। কয়রায় এবার বোরো ধানের বাম্পার ফলন হয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা ফারুক হোসেন বলেন, 'কয়েকটি লবণসহিষ্ণু জাতের বোরো ধান এখানে চাষ করা হয়েছে এবং রেকর্ড পরিমাণ ফলন পাওয়া গেছে। আমনের দ্বিগুণ ফলন পাওয়ায় কৃষকরাও খুশি।'

দা য়ি ত্ব শী ল দে র দৈ নি ক
দেশ রূপান্তর

তারিখঃ ২৯-০৪-২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ১২)

পোকা দমনে জাদুর ফাঁদ

■ সোহেল সানী

সুগন্ধি ধান উৎপাদনে ক্ষেতে পোকা দমনে দিনাজপুরের পার্বতীপুর উপজেলায় কৃষক প্রিয় হয়ে উঠেছে 'সেক্স ফেরোমন' ফাঁদ পদ্ধতি। এটাই প্রথম উপজেলার বোরো ধানক্ষেতে কীটনাশক ব্যবহার না করে সেক্স ফেরোমন ট্যাপ (লিউর বা তাবিজ) বা জাদুর ফাঁদ এবং হলুদ ট্যাপ ব্যবহার করে বোরো উৎপাদন করছে উপজেলার অনেক কৃষক। এতে অর্থ সাশ্রয়ের পাশাপাশি ফলনও ভালো পাচ্ছেন কৃষকরা। এই পদ্ধতি ব্যবহারে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যয় কমছে। আবার অন্যদিকে জমিতে কৃষকরা কীটনাশক ব্যবহার করছে না বলা যায়। এ উপজেলার কয়েকটি সুগন্ধি ইরি-বোরো ক্ষেতে গিয়ে এমন চিত্র দেখা গেছে। পার্বতীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. রাজিব হোসেন জানান, আগে সবজিক্ষেতে সেক্স ফেরোমন ট্যাপ ব্যবহার হতো। এই প্রথম পার্বতীপুর উপজেলায় সুগন্ধি ধান উৎপাদনে সেক্স ফেরোমন ও হলুদ ট্যাপ ব্যবহার করে কৃষকরা ধান উৎপাদন করছেন। সবাই যেন এই পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে এ জন্য মাঠপর্যায়ে কৃষকদের

উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

'সুগন্ধি ধান উৎপাদন প্রযুক্তি প্রদর্শনী' মন্মথপুর টেকসই কৃষি উন্নয়ন গ্রুপ পার্বতীপুর উপজেলার মন্মথপুর ইউনিয়নের টিকিয়াপাড়া গ্রামের কৃষক মো. জাকির হোসেন সঙ্গে কথা হয়। তিনি জানান, গত ৯ ফেব্রুয়ারি বোরো ধান 'ব্রি-ধান-৫০' মৌসুম রবি ৩৩ শতক জমি নিয়ে ধান চাষে সেক্স ফেরোমন ট্যাপ ব্যবহার করছেন। এই জমিতে কীটনাশক ব্যবহার করা হয়নি বলে বলা যায়। দিনাজপুর অঞ্চলে টেকসই কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর পার্বতীপুর কৃষি অধিদপ্তরের পরামর্শে উপজেলার আরও তিনজন কৃষক জমিতে কীটনাশকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক উপায়ে সেক্স ফেরোমন ট্যাব ব্যবহার করছেন। তাদের দেখে আগামীতে অনেক কৃষক উদ্বুদ্ধ হবে বলে আশা করছে কৃষি বিভাগ। সেক্স ফেরোমন ও হলুদ ট্যাপ পদ্ধতিটি সম্পর্কে পার্বতীপুর উপজেলা উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা মো. ফারুক আহম্মেদ জানান, সুগন্ধি বোরো ধানক্ষেতে এই পদ্ধতি ব্যবহার করায় সেখানে কীটনাশক ব্যবহার করতে হয় না বললেই চলে।

উপজেলার মন্মথপুর ইউনিয়নের ফ্যাক্টরিপাড়া গ্রামের কৃষক নুর ইসলাম ও ওয়াহেদ আলী বলেন, আগে তো ইরি-বোরো ধান চাষ করতে অনেক টাকা খরচ হতো। এখন এই পদ্ধতি ব্যবহার করায় কীটনাশক ব্যবহার করতে হচ্ছে তিন ভাগের এক ভাগ। যা খুবই সামান্য। ফলে আমাদের উৎপাদন খরচ অনেক টাই কমে গেছে।

এ বিষয়ে পার্বতীপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. রাজিব হোসেন জানান, আগে সবজিক্ষেতে সেক্স ফেরোমন ট্যাপ ব্যবহার করা হতো। এই প্রথম উপজেলায় সুগন্ধি ধান উৎপাদনে সেক্স ফেরোমন ট্যাপ একটি নিরাপদ পদ্ধতি, যা ব্যবহার করে কৃষকরা ধান উৎপাদন করতে পারছে। আগে মাজরা পোকা দমনে ব্যবহার করা হতো কীটনাশক। এখন সেক্স ফেরোমন ট্যাপ ব্যবহারে পোকা নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। ফলে মাজরা পোকা মারা যাচ্ছে। এতে করে পরিবেশবান্ধব উপায়ে সুগন্ধি ধান উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ২৯-০৪-২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ০৬)

সিরাজগঞ্জ : কাটা ধান মাথায় নিয়ে বাড়ি ফিরছেন কৃষিশ্রমিকরা —ইত্তেফাক

চলনবিলে চলছে আগাম জাতের ধান কাটা

■ সিরাজগঞ্জ প্রতিনিধি

সিরাজগঞ্জ জেলার তাড়াশ, উল্লাপাড়া উপজেলার চলনবিল এলাকায় আগাম জাতের বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। কমবাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের পাশাপাশি স্থানীয় শ্রমিক দিয়ে ধান কাটা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ৭ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূল থাকায় এবার উৎপাদন বাড়াবে বলে আশা কৃষক ও কৃষি বিভাগের। এছাড়া টানা রোদ থাকায় ধান ঘরে তোলার সুফল পাচ্ছেন কৃষক।

জানা যায়, তাড়াশ এবং উল্লাপাড়া এবার আগাম জাতের ৫২ হাজার ৭৫২ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন জাতের বোরো আবাদ করা হয়েছিল। কৃষি বিভাগ বলেছে, কমবাইন্ড হারভেস্টার মেশিন ব্যবহার করায় কৃষি শ্রমিকের সংকট নেই। এছাড়া কৃষি শ্রমিকের প্রতিদিনের পারিশ্রমিকও সাধ্যের মধ্যে রয়েছে। ফলে নতুন ধান বিক্রি করেও কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন।

তাড়াশ উপজেলার কুসুম্বি গ্রামের কৃষক আব্দুস ছালাম জানান, এ বছর চলনবিলে ধানের আবাদ ভালো হয়েছে। ধান কাটাও শুরু হয়েছে। প্রতি বিঘা জমিতে প্রায় ৩০ মণ ধানের উৎপাদন হচ্ছে বলে তিনি জানান। উল্লাপাড়া উপজেলার বড়পাঙ্গাসী গ্রামের কৃষক আবু বক্কর জানান, আমাদের এখানে ধানের ফলন ভালো হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই পুরোপুরি ধান কাটা শুরু হবে। এ বছর ব্রি-২৯সহ বিভিন্ন ধানের ফলন ভালো হবে বলে তিনি জানান।

উল্লাপাড়া উপজেলার কৃষি কর্মকর্তা সুবর্ণা ইয়াসমিন সুমি জানান, ইতিমধ্যেই চলনবিল এলাকায় আগাম জাতের ধান কাটা শুরু হয়েছে। তিনি আরো বলেন, ধান কাটার চাপ ক্রমেই বাড়ছে। প্রচণ্ড রোদে ধান দ্রুত পেকে জমিতেই প্রায় শুকিয়ে গেছে। কৃষি শ্রমিকের পাশাপাশি কমবাইন্ড হারভেস্টার মেশিনের সাহায্যে ধান কাটা শুরু হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে এ বছর এখানে ধানের বাম্পার ফলন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

টানা রোদে সুফল পাচ্ছেন কৃষক

তাড়াশ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, চলনবিল এলাকায় ইতিমধ্যেই আগাম জাতের ধান কাটা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই ধান কাটা শেষ হবে

তাড়াশ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, চলনবিল এলাকায় ইতিমধ্যেই আগাম জাতের ধান কাটা শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ৭ শতাংশ ধান কাটা হয়েছে। আগামী কিছু দিনের মধ্যেই ধান কাটা শেষ হবে। এ বছর চলনবিলে ধানের বাম্পার ফলন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সেনবাগে ইরি-বোরো ধান কাটা শুরু

সেনবাগ (নোয়াখালী) সংবাদদাতা জানান, সেনবাগ উপজেলায় উৎসবের আমেজে ইরি-বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। এলাকার কৃষকরা ইরি-বোরো ধান কেটে ঘরে উঠানো নিয়েই বর্তমানে ব্যস্ত সময় পার করছেন। শ্রমিকসংকট থাকায় ধান কাটায় কিছুটা দেরি হচ্ছে। তবে অনেক এলাকায় কম্বাইন্ড হারবেস্টার মেশিনে ধান কাটাও চলছে। এ মেশিনের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় খুবই কম। ইরি-বোরো ধানের ফলন ভালো পেয়ে এলাকার কৃষক খুশি।

উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অফিস সূত্রে জানা গেছে, সেনবাগে এবার উফশী ও হাইব্রিড জাতের মোট ৯ হাজার ২০০ হেক্টর জমিতে ইরি-বোরো ধান চাষ হয়েছে। যা লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ১০০ হেক্টর বেশি। উপজেলার ছাতারপাইয়া এলাকার কৃষক মো. হোসেনসহ কয়েক জন জানান, অনুকূল পরিস্থিতি থাকায় এবার ইরি-বোরো ধান চাষ সময়মতো হয়েছে। ইরি-বোরো ধানের এ ফলনকে এলাকার কৃষক বাম্পার না বলে সন্তোষজনক বলছেন। বর্তমানে পুরো উপজেলার বিশেষ করে করে নিচু এলাকায় পুরোদমে ইরি-বোরো ধান কাটা শুরু হয়েছে। এসব এলাকায় ইতিমধ্যে ৪০ শতাংশ জমির ধান কাটা সম্পন্ন হয়েছে। সেনবাগ উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা জানান, স্থানীয় কৃষকদের পাশাপাশি সরকারিভাবে উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে কৃষকের মধ্যে বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছিল। যার ফলে লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি জমিতে এবার ইরি-বোরো ধানের চাষ হয়েছে। কৃষি বিভাগের কর্মীদের সঠিক তদারকির কারণে এবার ইরি-বোরো ধানের খুবই ভালো ফলন হয়েছে।